প্রথম আলো

তারিখ ০৮ JAN 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিশুদের পিঠে বইয়ের বোঝা

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি ●

স্কুলগুলো অতিরিক্ত আরও ছয়-সাতটি বই পাঠ্য করছে। অতিরিক্ত বই কিনতে অভিভাবকদের ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা বেশি গুনতে হয়

প্রতিটি মহল্লায় মন ভোলানো প্রচারপত্র আর পোস্টার। রয়েছে আকর্ষণীয় ফেস্টুন-ব্যানারও। আর এসব বিজ্ঞাপনের খপ্পরে পড়ে অভিভাবকেরা শিশুদের ভর্তি করাচ্ছেন বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন স্কুলে। ব্যক্তিমালিকানায় গড়ে ওঠা এসব প্রতিষ্ঠান বছরের শুরুতেই নেমেছে 'শিশু সংগ্রহের মিশনে'।

ব্যবসার সুযোগ কাজে লাগাতে বাজারের অখ্যাত প্রকাশনীগুলো নিম্নমানের বই প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্য করিয়ে শিশুদের পিঠে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। এতে লাভবান হচ্ছেন স্কুলমালিক ও বই ব্যবসায়ীরা।

টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, কিন্ডারগার্টেন স্কুল নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা না থাকায় উপজেলার যেখানে-সেখানে ব্যক্তিমালিকানায় কমপক্ষে ১১০ থেকে ১১৫টি কেজি স্কুল গড়ে তোলা হয়েছে। বেশির ভাগ কেজি স্কুল পাকা সড়কের পাশে আবাসিক ভবন বা বাসা ভাড়া নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। ওই সব স্কুলে নেই কোনো খেলার মাঠ বা বিনোদনের ব্যবস্থা। স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া উপজেলায় ১৪৪টি সরকারি, ৩৫টি ইবতেদায়ি, ৬০টি বেসরকারি সংস্থাচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

স্থানীয় লোকজন, কিন্ডারগার্টেনের কয়েকজন মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, সরকারি বিধিতে প্রথম শ্রেণীতে তিনটি বই পড়ানোর নির্দেশনা থাকলেও বাণিজ্যিক দিক বিবেচনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত আরও ছয়-সাতটি বই পাঠ্য করছে। অতিরিক্ত বই কিনতে অভিভাবকদের ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা বেশি গুনতে হয়।

স্থানীয় বই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে স্কুলমালিকদের অলিখিত 'চুক্তি' থাকায় নির্ধারিত বই ব্যবসায়ীর দোকান ছাড়া অন্য কোনো দোকানে তা পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়েই 'ভুলে ভরা' নিম্নমানের ওই সব বই 'চুক্তিবদ্ধ' দোকান থেকেই অতিরিক্ত দামে কিনতে হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত বই পাঠ্য করার জন্য প্রতি স্কুলকে ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে ৪০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত কমিশন দিচ্ছেন।

অভিভাবক সোহেল রানা জানান, মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য বাচ্চাকে কেজি স্কুলে পড়ালেও অতিরিক্ত বইয়ের চাপে একদিকে আর্থিক ও অন্যদিকে শিশুদের মানসিক চাপ বাড়ছে।

প্রথম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক খোরশেদ আলম অভিযোগ করেন, ভালো করে বাংলা পড়তে না পারলেও সন্তানের জন্য বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি ব্যাকরণ, সাধারণ জ্ঞান, অঙ্কন শিক্ষা, জ্যামিতি শিক্ষা, লেখা শেখা বইসহ নানা রঙের বই কিনতে হচ্ছে।

সখীপুর কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহীন আল মামুন বলেন, আমরা শিশুদের সরকারি স্কুলের চেয়ে একটু বাড়তি শেখাই। কয়েকটি স্কুলে অতিরিক্ত বই পাঠ্য করে বই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে টাকা লেনদেনের বিষয়টি আমি শুনেছি। তবে আমার স্কুলে এমন কিছু হয় না।

সখীপুর সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবদুস সাত্তার বলেন, কিন্ডারগার্টেন স্কুল নিয়ন্ত্রণে কোনো নীতিমালা না থাকায় এসব কেজি স্কুল যেখানে-সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ঘেঁষে বা আশপাশের কয়েক শ গজের মধ্যেই গড়ে উঠেছে। এতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

স্থানীয় বই ব্যবসায়ী আবদুস সালাম তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, স্কুলগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা থাকায় প্রতিটি কেজি স্কুলে উন্নত মানের বই পাঠ্য করা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন বই ব্যবসায়ী *প্রথম আলোকে* জানান, শুধু সখীপুর নয়, বই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কেজি স্কুলগুলোর সম্পর্ক দেশব্যাপীই রয়েছে।

সখীপুর আবাসিক মহিলা অনার্স কলেজের মনোবিজ্ঞানের প্রভাষক মাহবুবুর রহমান বলেন, শিশুরা খেলবে, আনন্দ করবে আর পড়বে। কোমলমতি শিশুদের পিঠে এতগুলো বই চাপালে ওদের মানসিক সমস্যা বাড়বে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না।